ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 042 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪২ ● কলকাতা ● ৩০ মাঘ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মমতার সঙ্গে ষোলো আনা একমত শশী, বনধ কর্মনাশা, জঙ্গি ইউনিয়নবাজিই শিল্প তাড়িয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃহস্পতিবার দেশ জুড়ে ২৪ ঘণ্টা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি। বাংলায় সরকার গঠনের পর পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, বনধ-ধর্মঘট বরদাস্ত নয়। সেই মতো বুধবারই তাঁর সরকার এ ব্যাপারে সাফ নির্দেশিকা জারি করেছিল। বৃহস্পতিবার দেখা গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই অবস্থানকে ষোলো আনা সমর্থন করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা কেরলের তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী তারুর। এদিন বাংলার প্রসঙ্গ সরাসরি না টানলেও শশী তারুর সতর্ক করে বলেন, আধুনিক ও বিনিয়োগবান্ধব রাজ্য হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 201

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমাদের শরীর ও আত্মা - উভয়কেই সমান মহত্ত্ব দিতে হবে। উভয়কেই সমান বিকশিত করতে হবে। কারণ এক স্বচ্ছ ও পবিত্র শরীরে এক স্বচ্ছ ও পবিত্র আত্মা বাস করে। আমাদের শরীরের বিকার থেকে বাঁচবার জন্য নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। আমাদের শরীরে থাকতে হবে, কিন্তু আত্মা হয়ে থাকতে হবে।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

শিব চতুর্দশীকে সামনে রেখে রামেশ্বর মন্দিরে জোরদার নিরাপত্তা প্রস্তুতি, পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও জনসমাগম—সবকিছুকে একসূত্রে গেঁথে প্রতি বছর শিব চতুর্দশী উপলক্ষে মুখর হয়ে ওঠে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ঐতিহ্যবাহী রামেশ্বর মন্দির চত্বর। এই বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশকে ঘিরে যাতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার কোনও ঘাটতি না থাকে, সে লক্ষ্যে আগাম তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সম্ভাব্য বিপুল ভক্তসমাগমের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হয়েছে একাধিক পরিকল্পিত পদক্ষেপ। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াগ্রাম ব্লকের রামেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গন পরিদর্শনে যান ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা(আইপিএস)। তিনি সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ, নয়াগ্রাম থানার আইসি সুজয় লায়েক সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রামেশ্বর শিব চতুর্দশী মেলা কমিটির সদস্যরাও। পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার মন্দির চত্বর, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, মেলার দোকানপাট বসানোর নির্ধারিত স্থান, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। ভক্তদের নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে পুজো দেওয়ার সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেন তিনি। বিশেষ করে শিবরাত্রির দিন ও মেলার ব্যস্ত সময়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, সিসিটিভি নজরদারি এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কড়াকড়ি রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য,নয়াগ্রামের সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রামেশ্বর মন্দিরকে ঘিরে প্রতি বছর শিব চতুর্দশী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী মেলা বসে। শিবরাত্রির দিন থেকে টানা চার দিন ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রত পালনের জন্য আশপাশের গ্রামাঞ্চল ছাড়াও ভিন রাজ্য উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। মেলা চলাকালীন দিন-রাত মানুষের ভিড় লেগে থাকে, ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মেলার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিচালনার লক্ষ্যে এদিন পুলিশ প্রশাসন ও মেলা কমিটির মধ্যে সমন্বয় বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। মেলা কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার ঘোষ, সম্পাদক পিনাকী চক্রবর্তী, সমাজসেবী রমেশ রাউৎ সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে প্রশাসনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সব মিলিয়ে, ঐতিহ্য ও ভক্তির আবহে অনুষ্ঠিত হতে চলা রামেশ্বর শিব চতুর্দশী মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের প্রস্তুতি যথেষ্ট সুসংগঠিত বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবেশে উৎসব সম্পন্ন করাই এখন জেলা প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

ফালাকাটায় ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা,পাঁচ সিটু কর্মী গ্রেফতার

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবর্তিত শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে এবং কেন্দ্রের নীতির বিরোধিতায় দেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের ডাকা সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রভাব পড়ল ফালাকাটাতেও।ধর্মঘট সফল করার কর্মসূচি ঘিরে বৃহস্পতিবার সকালে ফালাকাটায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ এক মহিলা সহ পাঁচজন কে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।এদিন সকাল থেকেই ফালাকাটা শহরের ব্যাঙ্ক রোড এলাকায় অবস্থিত স্টেট ব্যাংক শাখার সামনে জড়ো হন সিটু সমর্থকরা।তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম বন্ধ রাখা। ঠিক সেই সময় ব্যাঙ্ক খুলতে সেখানে পৌঁছান শাখা ব্যবস্থাপক অভিযোগ, ধর্মঘটকারীদের বাধার মুখে তিনি ব্যাঙ্কের কাজ শুরু করতে পারেননি। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে শাখা ব্যবস্থাপক ফালাকাটা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।প্রথমে পুলিশ শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করে এবং ধর্মঘটকারীদের ব্যাঙ্ক খুলতে দেওয়ার অনুরোধ জানায়।তবে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়।জনপরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশে নির্বাচনের দিনও প্রাণঘাতী হামলা সাংবাদিককে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশ নির্বাচনের দিনেও আক্রান্ত হতে হল সাংবাদিককে। নোয়াখালির হাতিয়ার চরঈশ্বর ইউনিয়নের গামছাখালি এলাকায় মিরাজউদ্দিন নামে এক সাংবাদিকের উপর হামলা চালান হয়েছে বলে খবর সূত্রের। তাঁর মাথায় ও পিঠে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাংবাদিকের সঙ্গে থাকা এক বাইক আরোহীও গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।বাংলাদেশে নির্বাচনের দিনেও আক্রান্ত হতে হল সাংবাদিককে। নোয়াখালির হাতিয়ার চরঈশ্বর ইউনিয়নের গামছাখালি এলাকায় মিরাজউদ্দিন নামে এক সাংবাদিকের উপর হামলা চালান হয়েছে বলে খবর সূত্রের। তাঁর মাথায় ও পিঠে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাংবাদিকের সঙ্গে থাকা এক বাইক আরোহীও গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।সকাল থেকে বাংলাদেশে মোটের উপর নির্বিঘ্নে নির্বাচন চললেও বেলা গড়ালে শুরু হয় অশান্তি। জায়গায় জায়গায় ককটেল বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ সদরেও এক ভোটেকেন্দ্রের সামনে এই

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ফালাকাটায় ধর্মঘট ঘিরে উত্তেজনা,পাঁচ সিটু কর্মী গ্রেফতার

বজায় রাখতে পুলিশ শেষ পর্যন্ত পাঁচজন সিটু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুক্ষণ উত্তেজনা থাকলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।উল্লেখ্য,একই দিনে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের চলাচল যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে,সে বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(২ পাতার পর)

বাংলাদেশে নির্বাচনের দিনও প্রাণঘাতী হামলা সাংবাদিককে!

বিস্ফোরণ ঘটায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আহত হন দুই নিরাপত্তার। এছাড়া এক ১৩ বছর বয়সী শিশুও জখম হয় বলে জানা গিয়েছে। তবে কাদের মদতে এই ঘটনা গুলো ঘটছে তা এখনও স্পষ্ট না।

নির্বাচনের দিন সকালেই সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অভয়বার্তা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। সকলকে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেনাপ্রধানের আশ্বাসের পরেও একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটতে যায় সর্বত্র। এর মধ্যেই সাংবাদিকের দেখে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেই আহত ওই সাংবাদিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে। তবে কী নির্বাচনের দিনও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করতে চেয়েছিল দুষ্কৃতীরা? উঠছে প্রশ্ন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকাই এখন তুরুপের তাস, বিজেপির পরিকল্পনা ঠিক কী?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে বাংলায় চলছে এসআইআর পর্ব। আর তাতে হেনস্থায় জর্জরিত বাংলার মানুষজন। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অধিকারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করেছেন। তাতে হেনস্থার রেশ কিছুটা কমেছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমাও বেড়েছে।

এছাড়া বিজেপির ওইসব ফর্মেই বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। তার উপর খসড়া ভোটার তালিকায় কোনও রোহিঙ্গা অথবা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছে বলে দাবি করেনি নির্বাচন কমিশন। তাতে চাপ আরও বেড়েছে পদ্ম-নেতাদের। তাই তৃতীয় পথও খোলা রাখছে তারা। তিন, তৃণমূল কংগ্রেস যদি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মেনে নেয় তাহলে যেনতেন প্রকারে এই নির্বাচন ভেস্তে দিতে চায় গেরুয়া শিবির। যাতে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে সূত্রের খবর। যদিও সেটা কতটা সম্ভব তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে এই তিন পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। আর এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকাকেই এখন তুরুপের তাস করতে চাইছে বঙ্গ-বিজেপি। এই কারণে গেরুয়া শিবির প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে। যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে।

এদিকে ওই ভোটার তালিকা প্রকাশ পেলেই তিন ধরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে বঙ্গ-বিজেপি। সেই মতো ছক কষা হয়েছে। এক, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পেলেই যে বিধানসভা কেন্দ্রগুলি তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের গড় বলে দাবি করে সেখানে বেশ কিছু ভোটারকে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে। তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ তৈরি করা হবে। এমনকী তৃণমূল কংগ্রেস যদি সেটার প্রেক্ষিতে বিরোধিতা করে তাহলে বিজেপি তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবে বলে সূত্রের খবর। এটাই প্রথম পরিকল্পনা বঙ্গ-বিজেপি নেতাদের।

অন্যদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আরও দুটি

এরপর ৫ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে ভোট কত দফায়? নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যার উপরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ১১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ভোট হয় সাত দফায়। এক দফায় ভোট করাতে হলে ২০০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগতে পারে। অতীতে ভোটের সময় এবং ভোটপরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলি বিবেচনা করে কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার দিকে বিশেষ নজর রেখেছে। সেই তালিকায় রয়েছে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ এবং বীরভূম। সপ্তাহখানেক আগে সমস্ত জেলাকে সাপ্তাহিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল কমিশন। সেই রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাচ্ছেন জেলাশাসকেরা। সূত্রের খবর, সংবেদনশীল বুথের তালিকা হাতে পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখবে কমিশন। তার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গেও কথা বলবে কমিশন।পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন কত দফায় হবে, তা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যার উপরেই। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের এক সিনিয়র আধিকারিক

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটের দিনও রক্ত ঝরল বাংলাদেশে, BNP-নেতার মৃত্যু

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, বৃহস্পতিবার প্রথম ভোটের লাইনে দাঁড়ালেন ১২ কোটির বেশি মানুষ। মোট আসন ৩০০ হলেও, এক প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হল ২৯৯টি আসনে। লড়াই মূলত খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের BNP জোটের সঙ্গে জামাত-জোটের। ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে লড়ছে BNP।

বিক্ষিপ্ত অশান্তি সত্ত্বেও সকাল থেকে বুথে বুথে ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন। এদিন সকালে ঢাকার গুলশন মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'আমার জীবনের মহা আনন্দের দিন এবং বাংলাদেশের সবার জন্য মহা আনন্দের দিন। মুক্তির দিন। আমাদের দুঃস্বপ্নের অবসান, নতুন স্বপ্নের শুরু। সেটাই হল আজকেই এই প্রক্রিয়া। সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।'কিন্তু ওপার বাংলার ভোটে ঝরল রক্ত, মৃত ২। ভোটের দিন বিক্ষিপ্ত অশান্তির সাক্ষী থেকেছে পদ্মাপার।

খুলনায় ভোট চলাকালীন বিএনপি নেতার মৃত্যু, মৃতের নাম BNP নেতা মহিবুজ্জামান কচি (৬০)। মহিবুজ্জামান খুলনা মেট্রোপলিটানে বিএনপির প্রাক্তন সচিব। 'সকালে খুলনার আলিয়া মাদ্রাসা বুথে যান মোহিবুজ্জামান। বুথের ভিতর ভোট কারচুপির প্রতিবাদ করেন তিনি। তখনই জামাত সমর্থকেরা তাঁকে ধাক্কা দেন। পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পান মহিবুজ্জামান কচি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়, খবর বিএনপি-সূত্রে।

অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তাড়া খেয়ে মৃত ১, মৃতের নাম রাজ্জাক মিয়া। ভৈরবে আগানগর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিড় হঠানোর চেষ্টা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। দৌড়ে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করার সময় অসুস্থ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, দাবি চিকিৎসকদের।

বাংলাদেশে সকাল ৭ থেকে বেলা ১২ পর্যন্ত ভোট পড়ল প্রায় ৩৩ শতাংশ। কোথাও ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়নি, জানাল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, জানাল বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কারা আসবে ক্ষমতায়? বাংলাদেশে এবার মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার। বাংলাদেশে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার।

খাতায় কলমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩০০। ১ জন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ভোট হচ্ছে ২৯৯টি আসনে লড়াই মূলত খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের BNP জোটের সঙ্গে জামাত-জোটের। ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে লড়ছে BNP।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষোলোতম পর্ব)

প্রতিমুহূর্তে মায়ের বাড়ির প্রতি কড়া নজর রেখেছিল, যদিও সাহসে কুলোয়নি মা-কে ঘাটানোর। 'শ্রীশ্রীমা'-র কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত ছিল না, তবে অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী 'মা' দৃঢ় অথচ শান্তি আচার আচরণে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে গেছেন, তাঁর স্নেহের ছত্র ছায়ায় বহু বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। নীরবে-নিভৃতে কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। স্বামীজী শিবানন্দজীকে চিঠিতে লিখলেন, 'যার মা-র ওপর ভক্তি নেই তার ঘোড়ার ডিম হবে। সোজা বাংলা কথা। ঠাকুর বরং যাক। ঠাকুরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সব জেলাশাসক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে বড় বৈঠকে কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিছিয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। কয়েকদিন আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও তা এখন পিছিয়ে গিয়ে হয়ে গিয়েছে ২৮ ফেব্রুয়ারি। অন্যদিকে সূত্রের খবর, ২ মার্চ বাংলায় হয়ে যেতে পারে ভোট ঘোষণা। তিন দফায় হতে পারে ভোট।তা নিয়ে চাপানউতোরও চলছে। এ সব কথাই এই শেষবেলার বৈঠকে উঠতে আসতে পারে বলে খবর।অন্যদিকে ২৮ তারিখের মধ্যেই যাতে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, আর যাতে কোনওভাবেই বিলম্ব না হয় সে বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে বুথ পুনর্বিন্যাস নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জেলা ভিত্তিক ভোট প্রস্তুতি নিয়ে রিপোর্টও নেওয়া হতে পারে এই বৈঠকে। এখন দেখার এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কী নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে আসন্ন ভোটের জন্য বিষয়ের

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

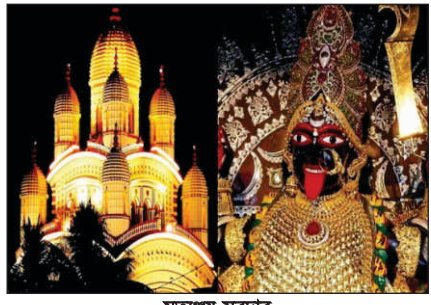

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বৌদ্ধ তন্ত্রে আটজন গৌরী দেবী আছেনঃ গৌরী, চৌরী, বেতালী, ঘস্মরী, পুক্কসী, শবরী, চণ্ডালী, ডোম্বী। প্রত্যেকেই "ভীষণদর্শনা, নগ্না, শুষ্কনৃমুণ্ডমালা সুশোভিতা এবং প্রত্যালীঢ়াসনা" (বিনয়তোষ ৭২)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মদের আসরে বচসার জেরেই খুন বাংলার শ্রমিক, মমতার অভিযোগ নস্যাৎ পুণে পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুণেতে খুন হওয়া পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটিকে 'ঘৃণাজনিত অপরাধ' বলে দাবি করলেও পুণে গ্রামীণ পুলিশের বক্তব্য, মদ্যপ অবস্থায় বচসার জেরেই খুন হন ওই যুবক।মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, দেশে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে ভিনরাজ্যের মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উস্কে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। সুখেনের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কোনও প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখা হবে না।'ভাষা বা পরিচয়ের কারণে হত্যার কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি বলে জানাচ্ছে পুলিশ । মৃত যুবকের নাম সুখেন মাহাতো (২৪)। বাড়ি পুরুলিয়ার বান্দোয়ান। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিলেন তিনি। পুণে গ্রামীণ পুলিশের দাবি, ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে শিকরাপুর থানার অন্তর্গত কোরেগাঁও এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

শিকরাপুর থানার ইন্সপেক্টর দীপ্রতন গায়কোয়াড় জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সুখেন স্থানীয় একটি শিল্প কারখানায় কাজ করতেন। ঘটনার দিন বিকেল ৩টে নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরোলেও কর্মস্থলে না গিয়ে কোরেগাঁও এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিলেন। সেই সময় দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে।

পুলিশের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সুখেন টলমল অবস্থায় দুই ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে জড়াচ্ছেন। যদিও মারধরের দৃশ্য ধরা পড়েনি। পরে কাছাকাছি জায়গা থেকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই বচসার জেরেই এই খুন। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মামলা রুজু হয়েছে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাকে 'বর্বরোচিত হত্যা' বলে আখ্যা দেন। তিনি লেখেন, 'পুণেতে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের ২৪ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক সুখেন মাহাতোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমি স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ ও শোকাহত।' তাঁর দাবি, 'এটি নিছক অপরাধ নয়, এটি ঘৃণাজনিত অপরাধ। ভাষা, পরিচয় ও শিকড়ের কারণে এক যুবককে লক্ষ্য করে হত্যা করা হয়েছে।'

(3 পাতার পর)

চূড়ান্ত ভোটার তালিকাই এখন তুরুপের তাস, বিজেপির পরিকল্পনা ঠিক কী?

পদক্ষেপ করবে বঙ্গ-বিজেপির নেতারা। তা নিয়েও এখন ছক কষা হচ্ছে। দুই, যদি দেখা যায় কোনও বৈধ ভোটার বাদ পড়েছে এবং তা নিয়ে তৃণমূল উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে তাহলে সেটার সরাসরি বিরোধিতা করা হবে। শুধু তাই নয়, ওই ভোটার সম্পর্কে নানা তথ্য তৈরি করে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ দেওয়া হবে। যাতে সেসব নাম তালিকায় জায়গা না পায় বলে সূত্রের খবর। কদিন আগেই এসআইআর নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'নো এসআইআর নো ভোট। ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারী বাদ দিতে হবে। আর বিজেপি যে সব ফর্ম জমা দিতে পারেনি সেগুলি নির্বাচন কমিশনকে জমা নিতে হবে।'

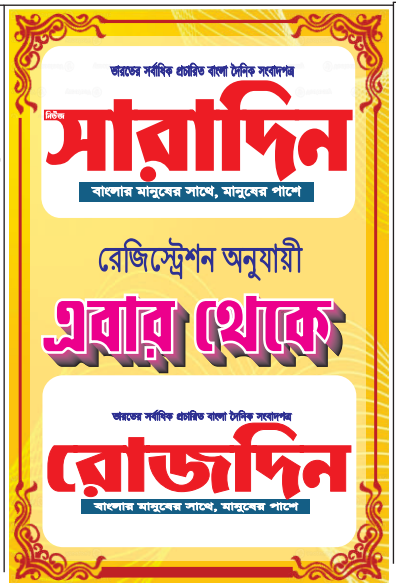

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(১ম পাতার পর)

মমতার সঙ্গে ষোলো আনা একমত শশী, বনধ কর্মনাশা, জঙ্গি ইউনিয়নবাজিই শিল্প তাড়িয়েছে

একই সঙ্গে এই পুরনো আন্দোলনের ধরন আঁকড়ে রাখা অসম্ভব। বিশ্বের কথা তো দূরের, ভারতের বাকি অংশও এই পদ্ধতি বহু আগেই বর্জন করেছে।

শশী তারুরের শেষ বার্তা আরও স্পষ্ট—প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান করতেই হবে, কিন্তু একই সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অধিকার এবং কাজ ও যাতায়াতের স্বাধীনতাকেও দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা জরুরি। প্রতিবাদ হওয়া উচিত নৈতিক ও চিন্তাগত অবস্থানে, কোনওভাবেই শারীরিক অবরোধ নয়।বনধ যে কতটা কর্মনাশা তা বাম শাসিত দুই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে দেখেছেন শশী। তাঁর স্নাতকস্তরে পড়াশুনা কলকাতাতেই। এদিনের বনধের তীব্র প্রতিবাদ করে শশী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন,আজকের 'ভারত বনধ' আদতে আর কিছু নয়, জাস্ট আরেকটা 'কেরল বনধ' । তাঁর কথায়, দেশের বাকি অংশ বহু আগেই এই ধরনের জবরদস্তি অচল করে দেওয়ার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু কেরল এখনও সংগঠিত সংখ্যালঘুর হাতে বন্দি—যারা অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর একপ্রকার সংগঠিত অত্যাচার চালায়।এখানে সংগঠিত সংখ্যালঘু বলতে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বোঝাতে চেয়েছেন শশী তারুর। অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হল সাধারণ মানুষ।

শশী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, রাজনীতিতে আসার পর থেকে তাঁর অবস্থান একটিই—প্রতিবাদের অধিকার তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু বাধা দেওয়ার অধিকার তিনি মানেন না। কোনও ভারতীয় নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নেই অন্য নাগরিকের মুক্ত চলাচল আটকে দেওয়ার। ধর্মঘটের নামে রাস্তা বন্ধ করা, মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখা বা জোর করে দোকানপাটের ঝাঁপ নামানো—এই সবই নাগরিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। তিনি আরও লেখেন, 'কেরলে জঙ্গি ইউনিয়নবাজির কারণেই শিল্প একে একে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। অথচ এখন সেই একই 'মাসল পাওয়ার'-নির্ভর, সেকেলে পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে নাগরিকদের নিজেদের ঘরের মধ্যেই বন্দির মতো আটকে রাখা হচ্ছে। এর ফলে কেরল ক্রমশই তরুণ প্রজন্ম ও নতুন উদ্যোগের কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে'।

শশীর বক্তব্য অনুযায়ী, ধর্মঘটের নামে গোটা রাজ্যকে অচল করে দেওয়া—দৈনন্দিন জীবন, বাণিজ্য, যাতায়াত স্তব্ধ করা—সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত। তাঁর মতে, কেরল ইতিমধ্যেই এমনিতেই জঙ্গি ইউনিয়নবাজির কারণে বদনাম কুড়িয়েছে, যা কারখানার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাস্তাঘাট ও বাড়ির ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। কেরলে বাংলার মতো এক টানা বাম শাসন চলেনি। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব বাংলার থেকে কোনও অংশে কম নয়। বাংলা থেকে শিল্প চলে যাওয়ার নেপথ্যে যে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ানিজম ছিল সেই আলোচনাও পুরনো।

(৩ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গে ভোট কত দফায়? নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যার উপরে

সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন। সিইও দফতর এ রাজ্যে এক দফাতেই নির্বাচন আয়োজন করার পক্ষপাতী। তারা ইতিমধ্যে সেই প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠিয়েছে। কমিশনের সদর দফতরে এ বিষয়ে জোরদার আলোচনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের জন্য কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যাবে, কত কোম্পানি প্রয়োজন হবে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তার পরেই ভোটের দফা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ১১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ভোট হয়েছিল সাত দফায়। রাজ্য প্রশাসনকে ইতিমধ্যে সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ বুথগুলিকে চিহ্নিত করতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। সিইও দফতরের ওই আধিকারিকের কথায়, ''কমিশন সমস্ত জেলাকে সংবেদনশীল বুথ এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করতে বলেছে। সেই তালিকা পাওয়ার পরেই নির্বাচনের দফা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'' কেন্দ্রীয় বাহিনী সব ভোটকেন্দ্রেই থাকে। তবে সংবেদনশীল বুথগুলিতে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি এবং বিধানসভা ভোট নিয়ে শুক্রবার একটি বৈঠক করবে কমিশনের সম্পূর্ণ বেঞ্চ। রাজ্য পুলিশ নির্বাচনের কাজের জন্য ৩৫ হাজার কর্মী দেবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কমিশনের হিসাব, পশ্চিমবঙ্গে এক দফায় ভোট করাতে হলে ২০০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিত করার কাজ নতুন নয়। তবে সাধারণত, সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাস ছয়েক আগে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়। এ বার তা করা যায়নি। এসআইআরের কাজের জন্য কমিশন ব্যস্ত ছিল। এখন এসআইআরের শুনানি পর্ব প্রায় শেষ। চার মাস আগে সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। জেলায় জেলায় গিয়েছে কমিশনের নির্দেশিকা। প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি দফায় ভোট করার কথা ভাবছে কমিশন। উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রগুলিতে এক দফায় এবং দক্ষিণবঙ্গের কেন্দ্রগুলিতে আরও দুই দফায়। তবে সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত নয়।

(৪ পাতার পর)

সব জেলাশাসক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে বড় বৈঠকে কমিশন

উপর আলোকপাত করা হতে পারে সেদিকেও নজর প্রশাসনিক মহলের।এ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রাজ্যে এসআইআর ও বিধানসভা ভোট প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিয়ে বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভার্চুয়ালি এই বৈঠক হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে একাধিক ভুল ধরা পড়ছে, কিছু ক্ষেত্রে ERO দের গাফিলতিও উঠে আসছে বলে খবর।

সিনেমার খবর

নিজের নামের সঙ্গে কখনো বাবার পদবি ব্যবহার করেননি টাবু, কিন্তু কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী টাবু সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কেন তিনি কখনো তার বাবার নাম বা পদবি ব্যবহার করেননি।

ভারতীয় গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে টাবু জানান, তার বাবা-মা যখন আলাদা হয়ে যান, তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর। এরপর তিনি হায়দরাবাদে মা ও দাদা-দাদির কাছেই বড় হন। বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর তার কোনো স্মৃতিই নেই। তাই বাবার নাম বা পদবি তার জীবনে কখনো বিশেষ গুরুত্ব পায়নি বলে জানান এ অভিনেত্রী।

টাবু বলেন, স্কুলজীবনেও তার নাম কেবল 'টাবু' বা 'ফাতিমা' হিসেবেই নথিভুক্ত ছিল এবং বাবার পদবি ব্যবহারের প্রয়োজন তিনি কখনো অনুভব করেননি। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো তিক্ততা বা অভিযোগ নেই বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। টাবুর ভাষায়, এটি ছিল তার জীবনের বাস্তবতা থেকে আসা একেবারেই স্বাভাবিক একটি পছন্দ।

'দৃশ্যম'খ্যাত এ অভিনেত্রী আরও জানান, ছোট থেকেই শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল নারীদের মাঝে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাকে স্বাধীনচেতা করে তুলেছে। এমনকি ছোটবেলা থেকেই নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে তিনি অভ্যস্ত।

উল্লেখ্য, টাবু বলিউডের অন্যতম সম্মানিত ও প্রতিভাবান অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত। তার অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি এই অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও ভক্তদের আগ্রহ সবসময়ই তুঙ্গে থাকে। এর অন্যতম কারণ, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও এখনো তিনি বিয়ে করেননি। একাকী জীবন বেশ উপভোগ করেন বলেও এর আগে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন টাবু।

ক্যাটরিনার অভিমান যেভাবে ভাঙাতেন সালমান

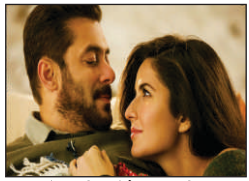

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান ও অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের সম্পর্ক নিয়ে এখনো সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। যদিও অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ অভিনেতা ভিকি কৌশলকে বিয়ে করে চুটিয়ে সংসার করছেন। তারপরও ভাইজানকে নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে এখনো চলছে সম্পর্কের চর্চা।

তবে বলিউডে ক্যাটরিনার পথচলার শুরুতেই সালমান খান ছিলেন তার অন্যতম ভরসা এবং পথপ্রদর্শক। বহু বছর পেরিয়ে গেলেও দুজনের মধ্যে স্নেহ ও আন্তরিকতার বন্ধন আজও অটুট। তবে এই সম্পর্কের মাঝে একবার যে খানিকটা মান-অভিমান হয়েছিল, সেটিও সত্য। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী এডি সিং সেই সময়ের একটি মজার ও হৃদয়ছোঁয়া ঘটনা তুলে ধরেন।

রেস্তোরাঁ মালিক এডি সিং বলেন, তার রেস্তোরাঁর শুরুর দিকের একরাতে ক্যাটরিনা কাইফকে দেখা যায় বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বসে সময় কাটাতে। অন্যদিকে বারের ভেতরে ছিলেন সালমান খান। সঙ্গে তার ভাই সোহেল খান ও আরবাজ খান।

পরিবেশ দেখে এডি সিংয়ের মনে হয়েছিল, সালমান ও ক্যাটরিনার মধ্যে যেন ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ক্যাটরিনা তখন সালমানের ওপর ভীষণ রাগান্বিত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই ঘটে যায় এক দারুণ মুহূর্ত।

এ রেস্তোরাঁ মালিক বলেন, সালমান খান মুখে একটি গোলাপ ফুল ধরে হাসিমুখে ক্যাটরিনার টেবিলের পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে বাথরুমে যান এবং ফিরে আসেন। এই অপ্রত্যাশিত ও মিষ্টি আচরণে মুহূর্তেই গলে যায় ক্যাটরিনার রাগ।

'ভীষণ আদুরে ও স্মরণীয়' মুহূর্ত উল্লেখ করে এডি সিং বলেন, সালমান খানের এই ছোট্ট কিন্তু হৃদয়স্পর্শী কাণ্ডেই সেদিন দুজনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

সেই ঘটনা স্মরণ করে একসময় নিজেও ভাইজানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ক্যাটরিনা কাইফ বলেছিলেন, সময় তাদের দুজনকেই অনেক পরিণত করেছে। শুরুটা হয়েছিল 'মেইনে পেয়ার কিউঁ কিয়া' সিনেমা দিয়ে, আর সেই পথচলা গিয়ে পৌঁছেছে 'টাইগার থ্রি' পর্যন্ত। এই দীর্ঘযাত্রায় সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ একসঙ্গে অভিনয় করেছেন 'পার্টনার', 'হ্যালো', 'যুবরাজ', 'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ভারত'সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমায়।

হঠাৎ অরিজিতের গ্রামের বাড়িতে আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় গায়ক অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক থেকে অবসরের ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই তার গ্রামের বাড়িতে হাজির হয়েছেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে অরিজিতের পৈতৃক নিবাসে আমিরের এই আকস্মিক সফর নিয়ে বিনোদন জগতে শুরু হয়েছে নতুন গুঞ্জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাতে জিয়াগঞ্জের নিহালিয়া পাড়ায় অরিজিতের বাড়িতে পৌঁছান আমির খান। আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ এই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রোববার রাতটি অরিজিতের বাড়িতেই কাটিয়েছেন আমির। সোমবার রাতে তার মুম্বাই ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। আমিরের আগমনকে কেন্দ্র করে অরিজিতের বাড়ির চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অরিজিতের বাড়ির ছাদে হাসি মুখে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন আমির খান। প্রিয় তারকাকে একনজর দেখতে পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদগুলোতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। আমিরও হাত নেড়ে ভক্তদের অভিবাদনের জবাব দেন। তবে অরিজিৎ ও আমিরের মধ্যে ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, কয়েক দিন আগে অরিজিৎ সিং হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র ও প্লেব্যাক সংগীত থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। তার এই সিদ্ধান্তে ভক্তদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। আমির খানের এই ঝটিকা সফরকে অনেকেই দেখছেন অরিজিৎকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অনুরোধ হিসেবে।

১০ উইকেটের ঐতিহাসিক জয় পেল ইতালি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ 'সি'-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেপালকে ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে ইতালি। বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৭তম ম্যাচে ১২৪ রানের সহজ লক্ষ্য ইতালিয়ানরা ছুঁয়ে ফেলে মাত্র ১২.৪ ওভারেই, হাতে তখনও অবশিষ্ট ছিল ৪৪ বল।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইতালি এবং শুরু থেকেই বোলিং আক্রমণে চাপে ফেলে নেপালকে। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ৫ রান করে বিদায় নেন কুশল ভুর্তেল। এরপর আসিফ শেখ (২০) ও অধিনায়ক রোহিত পাউডেল (২৩) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও দলীয় ৪৯ রানের মধ্যেই দুজন ফিরে গেলে ধস নামে টপ অর্ডারে।

মিডল অর্ডারে আরিফ শেখ সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন। দীপেন্দ্র সিং আইরি যোগ করেন ১৭ রান। শেষদিকে করণ কেসি ১১ বলে অপরাজিত ১৮ রানের ছোট ঝড় তুললেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোয় বড় সংগ্রহ গড়তে পারেনি নেপাল। ১৯.৩ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১২৩ রান।

ইতালির বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন ক্রিশান কালুগামাগে। ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। বেন মানেন্তি ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান খরচায় শিকার করেন ২ উইকেট। এছাড়া আলি হাসান, জে জে স্মাটস ও জাসপ্রীত সিং একটি করে উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল ইতালি। দুই ওপেনার জাস্টিন মস্কা ও অ্যান্থনি মস্কা নেপালের বোলারদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। পাওয়ারপ্লেতেই আসে ৬৮ রান, যা ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই নির্ধারণ করে দেয়।

জাস্টিন মস্কা ৪৪ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় অপরাজিত ৬০ রান করেন। অন্যপ্রান্তে আরও বিধ্বংসী ছিলেন অ্যান্থনি মস্কা। মাত্র ৩২ বলে ৩ চার ও ৬ ছক্কায় খেলেন অপরাজিত ৬২ রানের ইনিংস। দুজনের অবিচ্ছিন্ন ১২৪ রানের উদ্বোধনী জুটিতেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে ইতালি।

নেপালের কোনো বোলারই উইকেটের দেখা পাননি। সান্দীপ লামিচানে, করণ কেসি কিংবা দীপেন্দ্র আইরি—কারও বিপক্ষেই ভোগান্তিতে পড়তে হয়নি ইতালির ব্যাটারদের।

শৃঙ্খল বোলিং, ধারাবাহিক চাপ ও দুই ওপেনারের দুর্দান্ত ব্যাটিং—সব মিলিয়ে একতরফা পারফরম্যান্সে বড় জয় তুলে নিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দিল প্রথমবার অংশ নেওয়া ইতালি।

রানের পাহাড় গড়ে বিশ্বকাপে রেকর্ড জয় শ্রীলঙ্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকার ২১৩ রানের রেকর্ড টপকে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ গড়লো শ্রীলঙ্কা। পাল্লেকেলেতে বৃহস্পতিবার ওমানের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ২২৫ রানের পাহাড় গড়েছে লঙ্কানরা।

টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে শুরুতে মুখে হাসিই ছিল ওমানের। ১৫ রানে প্রথম আর ৪২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় লঙ্কানরা। কিন্তু এরপর পাভিন রথনায়েকে, দাসুন শানাকা, কুশল মেন্ডিসরা তাণ্ডব চালাতে শুরু করেন।

রথনায়েকে ২৮ বলে ৬০ রানের ইনিংস খেলেন ৮ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায়। দাসুন শানাকা করেন ২০ বলে ৫০। যে ইনিংসে ২টি চারের সঙ্গে ছিল ৫টি ছক্কার মার।

কুশল মেন্ডিস ৪৫ বলে ৬১ করেন ৭ বাউন্ডারিতে। শেষদিকে ৭ বলে ১৯ রানের ক্যামিও উপহার দেন কামিন্দু মেন্ডিস। ওমানের জিতেন রামানন্দি নেন দুটি উইকেট।

আল-হিলালে যোগ দিলেন বেনজেমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌদি ফুটবলে আরেকটি বড় দলবদলের সাক্ষী হলো বিশ্ব। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-ইত্তিহাদ ছেড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলালে যোগ দিয়েছেন ব্যালন ডি'অর জয়ী ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে আল-হিলালের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেন তিনি।

রিয়াল মাদ্রিদে দীর্ঘদিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সতীর্থ ছিলেন বেনজেমা। তবে সৌদি লিগে এসে সেই বন্ধুত্ব রূপ নিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কারণ, রোনালদোর বর্তমান ক্লাব আল-নাসরের শিরোপা দৌড়ে এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেনজেমার নতুন দল আল-হিলাল।

বর্তমানে লিগ টেবিলে আল-নাসরের চেয়ে এক পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে আল-হিলাল। ফলে শিরোপা লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা।

গেল মৌসুমে আল-ইত্তিহাদের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান বেনজেমা। তার নেতৃত্বেই সৌদি প্রো লিগ ও কিংস কাপের শিরোপা জেতে আল-ইত্তিহাদ। বিপরীতে, সৌদি ফুটবলে যোগ দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত লিগ শিরোপার স্বাদ পাননি রোনালদো।

এদিকে বেনজেমার এই দলবদল ঘিরে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রোনালদোর অসন্তুষ্টির খবরও প্রকাশ পেয়েছে, যা সৌদি লিগের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, আল-হিলাল সৌদি ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ক্লাব। তাদের ঝুলিতে রয়েছে ২১টি সৌদি লিগ শিরোপা এবং চারটি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR